সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ-১	:	শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি
অনুচ্ছেদ-২	:	প্রধান কার্যালয়
অনুচ্ছেদ-৩	:	এসোসিয়েশন প্রতীক ও পতাকা
অনুচ্ছেদ-৪	:	এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি
অনুচ্ছেদ-৫	:	এসোসিয়েশনের কার্যাদি
অনুচ্ছেদ-৬	:	সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি
অনুচ্ছেদ-৭	:	অধিভুক্ত সংগঠনসমূহ
অনুচ্ছেদ-৮	:	সাধারণ পরিষদ গঠন
অনুচ্ছেদ-৯	:	সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা
অনুচ্ছেদ-১০	:	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা
অনুচ্ছেদ-১১	:	নির্বাহী পরিষদ গঠন
অনুচ্ছেদ-১২	:	সাধারণ নির্বাচন
অনুচ্ছেদ-১৩	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি
অনুচ্ছেদ-১৪	:	তহবিল পরিচালনা, হিসাব ও নিরীক্ষা
অনুচ্ছেদ-১৫	:	উপ-কমিটি
অনুচ্ছেদ-১৬	:	গঠনতন্ত্র সংশোধন
অনুচ্ছেদ-১৭	:	সদস্যপদ বাতিল
অনুচ্ছেদ-১৮	:	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
অনুচ্ছেদ-১৯	:	শূন্যপদ পূরণ
অনুচ্ছেদ-২০	:	সভার বিজ্ঞপ্তি
অনুচ্ছেদ-২১	:	সভার কোরাম
অনুচ্ছেদ-২২	:	তত্ত্বাবধায়ক কমিটি
অনুচ্ছেদ-২৩	:	এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র
অনুচ্ছেদ-২৪	:	গঠনতন্ত্র সংশোধন ও নির্দেশ
অনুচ্ছেদ-২৫	:	যোগ অনুশীলনকারীদের নিবন্ধন ও কল্যাণ তহবিল
অনুচ্ছেদ-২৬	:	রেফারি ও কোচেস নিবন্ধন ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ
অনুচ্ছেদ-২৭	:	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

অনুচ্ছেদ-১ : শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি

১.১ নাম : এই সংগঠন বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন নামে পরিচিত হবে।

১.২ সংক্ষিপ্ত নাম: বংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন এর সংক্ষিপ্ত নাম হবে বি.ওয়াই.এ. (B.Y.A)

১.৩ মর্যাদা: বি.ওয়াই.এ. (B.Y.A) বাংলাদেশ ইয়োগা/যোগ অনুশীলনের প্রধান ও সর্বোচ্চ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৪ দাপ্তরিক ভাষা: বংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করা যাবে। দেশের অভ্যন্তরেও প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

১.৫ এসোসিয়েশন বলতে 'বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন'-কে বোঝাবে।

১.৬ অধিভুক্ত সংস্থা (Affiliated Organization) বলতে সরাসরি বি.ওয়াই.এ. (B.Y.A) এর কর্মকান্ডের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জড়িত এই গঠনতন্ত্রের ধারা-৬ এর উল্লেখিত সংস্থা ও ক্লাবসমূহকে বোঝাবে।

১.৭ সাধারণ পরিষদ (General Council) বলতে এই গঠনতন্ত্রের ধারা-৭ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বোঝাবে।

১.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদ (Executive Committee) বলতে এসোসিয়েশনের নির্বাহী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত বা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত কমিটিকে বোঝাবে।

১.৯ এসোসিয়েশনের সদস্য বলতে শুধু নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যকে বা সাধারণ পরিষদের সদস্যকে বোঝাবে।

১.১০ পরিষদ বা উপ-পরিষদ বলতে এসোসিয়েশনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অধিনস্ত সকল পরিষদ বা উপ-পরিষদকে বোঝাবে।

অনুচ্ছেদ-২ : প্রধান কার্যালয়

এসোসিয়েশনের সদর দপ্তর বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হবে।

অনুচ্ছেদ -৩ : এসোসিয়েশন পতাকা ও প্রতীক

বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের নিজস্ব প্রতীক ও পতাকা থাকবে। যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অনুমোদিত পতাকাটি ৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩ ফুট প্রস্থ (৫:৩ হারে) সাইজের কাপড়টি শান্তির প্রতীক রং সাদা এবং এর মাঝে (১.৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১.৫ ফুট প্রস্থ) প্রতীক বসানো থাকবে।

অনুচ্ছেদ -৪ : এসোসিয়েশন কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি

সমগ্র বাংলাদেশের ইয়োগা/যোগ অনুশীলন কার্যক্রম এসোসিয়েশনের আওতাভুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ -৫ : এসোসিয়েশনের কার্যাদি

বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করবে:

৫.১ ইয়োগা/যোগ অনুশীলনকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় করা।

৫.২ উপজেলা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে ইয়োগা অনুশীলন বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৫.৩ ইয়োগা প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরি করা।

৫.৪ বাংলাদেশের ইয়োগা/যোগ অনুশীলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা।

৫.৫ জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা, টুর্নামেন্ট ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

৫.৬ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৫.৭ দরিদ্র ও খ্যাতনামা ইয়োগা/যোগ অনুশীলনকারীদের কল্যাণে সহায়তা করা।

৫.৮ সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন সমূহকে মঞ্জুরি ও সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫.৯ ইয়োগা/যোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বই, ম্যাগাজিন, স্মরনিকা প্রকাশ করা।

৫.১০ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইয়োগা/যোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কোর্স, রিফ্রেশার্স ইত্যাদি আয়োজন করা।

৫.১১ সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/ সংগঠন/যোগ অনুশীলনকারীদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৫.১২ বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা করা।

৫.১৩ এসোসিয়েশনের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ইয়োগা প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

৫.১৪ উপরে বর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করতে ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা বাংলাদেশ সরকারের তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের নির্দেশাবলি পালন করা।

৫.১৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.১৬ বিভিন্ন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে যেকোনো শর্তারোপ সংরক্ষণ, পরিবর্তন পরিবর্ধন করা।

অনুচ্ছেদ -৬ : সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি

৬.১ এই এসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক ইয়োগা সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে নিবন্ধন (Affiliation) বজায় রাখবে।

৬.২ এই এসোসিয়েশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের স্বীকৃতি গ্রহণ করবে এবং অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে।

৬.৩ এই এসোসিয়েশন ইয়োগা/যোগ অনুশীলন সংক্রান্ত সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে কোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভুক্ত করতে পারবে।

৬.৪ এই গঠনতন্ত্রে ইয়োগা বলতে ইয়োগা/যোগ ও ক্রীড়াবিদ বলতে ইয়োগা বা যোগ অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে বোঝাবে।

৬.৫ এই গঠনতন্ত্রে সংগঠন বোঝাতে ইয়োগা/যোগ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত করে এইরূপ সংগঠনকে বোঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৭ : অধিভুক্ত সংগঠনসমূহ

নিম্নোক্ত সংগঠন/সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন এর অধিভুক্ত হতে পারবে-

(ক) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা
(খ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা
(গ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(ঘ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(ঙ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(চ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(ছ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ বোর্ড
(জ) বাংলাদেশ আনসার ও ভি.ডি.পি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(ঝ) প্রতিটি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
(ঞ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
(ট) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি.কে.এস.পি)
(ঠ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
(ড) ইয়োগা অনুশীলনকারী সংগঠন বা ক্লাবসমূহ
(ঢ) শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহ

৭.২ উপরোক্ত ৭.১ এ উল্লেখিত কোনো সংস্থা যদি এই এসোসিয়েশনের অধিভুক্ত হতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনের অনুমোদনক্রমে উক্ত সংস্থাকে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। অধিভুক্তি ফি/বার্ষিক চাঁদা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে অধিভুক্ত সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

৭.৩ অধিভুক্ত সংস্থাসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের অধিভুক্ত থাকতে পারবে। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের মধ্যে অধিভুক্তি ফি প্রদান করতে হবে। অন্যথায় অধিভুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে বকেয়া এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধপূর্বক অধিভুক্তি নবায়ন করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-৮ : সাধারণ পরিষদ গঠন

বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হবে:

৮.১ অধিভুক্ত সংস্থা নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৪ (চার) বছরের মধ্যে যেকোনো ২ (দুই) বছর জাতীয় ইয়োগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সাপেক্ষে ১(এক) জন প্রতিনিধি কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮.২ অধিভুক্ত সংগঠন/সংস্থা/ক্লাবসমূহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৪(চার) বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন টুর্নামেন্ট/প্রতিযোগিতাসমূহের মধ্যে ২(দুই) টিতে অংশগ্রহণ করলে সংগঠন/সংস্থা/ক্লাবসমূহের পক্ষে ১(এক) জন প্রতিনিধি কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত প্রাক্তন স্বনামধন্য খেলোয়াড়, সংগঠক, স্পন্সর, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মধ্য থেকে ৫(পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৮.৪ বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক কোনো ইয়োগা সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্য হন, তবে তিনি তার মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৮.৫ নির্বাচিত পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।

৮.৬ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ইয়োগা রেফারি সংগঠন থেকে ১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৮.৭ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ইয়োগা কোচেস সংগঠন থেকে ১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৮.৮ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৮.৯ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন, যদি সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা গুলোর মধ্যে কমপক্ষে ২(দুই)টি জেলা কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

অনুচ্ছেদ-৯ : সাধারণ পরিষদের কর্যপরিধি ও ক্ষমতা

৯.১ সাধারণ পরিষদের ৩(তিন) ভাগের ২(দুই) ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যেকোনো ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করা যাবে।

৯.২ সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করবে। সাধারণ সম্পাদক এসোসিয়েশনের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং কোষাধক্ষ্য এসোসিয়েশনের বিগত বছরের হিসাব নিরীক্ষা সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

অনুচ্ছেদ-১০ : সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা

১০.১ সাধারণ পরিষদের সভা বার্ষিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১০.২ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার ৩০ দিন (একমাস) পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

১০.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা, সংস্থা/ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবিসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

১০.৪ সাধারণ পরিষদের কার্যকাল হবে ৪(চার) বছর।

১০.৫ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার আলোচ্যসূচি:

(ক) গঠনতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা

(খ) নির্বাহী কমিটির নির্বাচন (নির্বাচনী বছরে)

(গ) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন

(ঘ) অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন

(ঙ) অডিটর নিয়োগ

(চ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা/বর্ষপঞ্জীর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন

(ছ) প্রয়োজনীয় যেকোনো বিষয় আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)

১০.৬ আলোচ্যসূচির যেকোনো সিদ্ধান্ত (গঠনতন্ত্র ব্যতীত) সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে করতে হবে।

১০.৭ সভাপতি সংগঠনের প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন। সংগঠনের সাধারণ পরিষদের নূন্যতম এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংগঠনের বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাবে।

অনুচ্ছেদ -১১ : নির্বাহী পরিষদ গঠন

১১.১ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে:

সভাপতি	: ০১ (এক) জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত/নির্বাচিত)
সহ-সভাপতি	: ০৪ (চার) জন (নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক	: ০১ (এক) জন (নির্বাচিত)
যুগ্ম-সম্পাদক	: ০২ (দুই) জন (নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	: ০১ (এক) জন (নির্বাচিত)
সদস্য	: ১৬ (ষোল) জন (নির্বাচিত)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্য	: ০২ (দুই) জন
সর্বমোট	: ২৭ (সাতাশ) জন

১১.২ নির্বাহী পরিষদের সভাপতি সরকার বিধি মোতাবেক মনোনীত হবেন। অবশিষ্ট অন্যান্য পদসমূহ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

১১.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪(চার) বছর।

১১.৪ নব নির্বাচিত পরিষদের কাছে পূর্ববর্তী পরিষদ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। অন্যথায় ১৬ (ষোল) তম দিন থেকে নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১১.৫ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নির্বাহী পরিষদের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও নির্বাচন সমাপ্ত না হলে, সেক্ষেত্রে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনক্রমে একটি এডহক কমিটি গঠন করতে পারবেন। এই কমিটি ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পাদনপূর্বক দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

অনুচ্ছেদ -১২ : সাধারণ নির্বাচন

১২.১ প্রতি ৪ (চার) বছর অন্তর (কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা, ভোট প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

১২.২ এ জন প্রার্থী শুধু একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১২.৩ কোনো পদে জন্য একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে ঐ পদের জন্য পুনঃনির্বাচন হবে।

১২.৪ নির্বাচান সি ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

১২.৫ এসোসিয়েশনে অনুরোধে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বি ও উপ-বিধি প্রণয়ন করে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

১২.৬ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১২.৭ এই গঠনতন্ত্রে অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যে বিধান থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা ডাকা ন ব্যতিরেকেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।

নুচ্ছেদ-১৩: কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্যপরিধি

১৩.১ সভাপতি: সভাপতি উপস্থিত থেকে পরিষদের সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোনো বিতর্কিত বিষয়ে সমতা দেখা দিলে তিনি কাস্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন। তিনি জরুরি বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং পরবর্তীতে তা কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১৩.২ সহ-সভাপতি: সভাপতির অনুপস্থিতিতে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতিকে তার সকল প্রকার কর্মকান্ডে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

১৩.৩ সাধারণ সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদক হবেন এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন। তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবেন। এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে তিনিই চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন। তিনি নথিপত্র সুশৃঙ্খলভাবে ও নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের অন্যান্য উল্লেখিত অথবা এসোসিয়েশনের প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার যেকোনো দায়িত্ব যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যয় অনুমোদন করাবেন।

১৩.৪ যুগ্ম-সম্পাদক: যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে তাঁর কার্যে সহায়তা করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মৌখিক/লিখিতভাবে আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্বসমূহ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালন করবেন। তারা এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনসমূহের সাথে সমন্বয় করবেন।

১৩.৫ কোষাধ্যক্ষ: কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্টের বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। তিনি যথারীতি রশিদ প্রদান পূর্বক সমস্ত প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন।

১৩.৬ সদস্যবৃন্দ: সদস্যবৃন্দ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪: তহবিল পরিচালনা, হিসাব এবং নিরীক্ষা

১৪.১ সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন হতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুদান/চাঁদা/অর্থ, টিকেট বা বিজ্ঞাপন হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা ও অধিভুক্তি ফি হবে এসোসিয়েশনের তহবিলের উৎস। চ্যারিটি শো, ক্রীড়া লটারির মাধ্যমে তহবিল গঠন করা যাবে।

১৪.২ এসোসিয়েশনের সকল তহবিল যেকোনো তফসিলি ব্যাংকে রাখা হবে। ব্যাংকের হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন (৩) জনের যেকোনো দুই (২) জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১৪.৩ এসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ অফিসের ক্যাশে রাখা যাবে। তবে জাতীয় প্রতিযোগিতা, জাতীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প/কর্মশালা, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্যাশে রক্ষিত টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

১৪.৪ উপরোল্লিখিত (১৪.৩) অনুষ্ঠান শেষে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় ব্যায়কৃত অর্থের হিসাব অনুমোদন করাতে হবে।

১৪.৫ প্রতি অর্থ বছর শেষে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক এসোসিয়েশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

১৪.৬ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের অর্থবছর ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত গণ্য করা হবে।

১৪.৭ কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব পর্যবেক্ষণ: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োজিত কমপক্ষে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা সম্পন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারবেন। এসোসিয়েশন কর্তৃক তাকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা হবে। একইভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আয় ব্যয়ের হিসাব পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

১৪.৮ এসোসিয়েশনের বার্ষিক ও বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হবে:

(ক) এসোসিয়েশন অর্থবছর শেষ হবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিজস্ব বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবে।

(খ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ যেকোনো সময় বার্ষিক/বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে।

(গ) এসোসিয়েশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা সভাপতি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পরিদর্শনে যাবেন।

অনুচ্ছেদ-১৫: উপ-কমিটি

বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ এসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্যক্রম এবং ইয়োগা সংশ্লিষ্ট কার্যাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন, তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় বিধানাবলী প্রণয়ন করে দিবে। কোনো উপ-কমিটি ফলপ্রসূ বিবেচিত না হলে সেক্ষেত্রে তা পুণর্গঠন করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-১৬: গঠনতন্ত্র সংশোধন

১৬.১ সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে।

১৬.২ সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে এই প্রস্তাব নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হলে তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে কাউন্সিলরদের নিকট পাঠাতে হবে।

১৬.৩ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত না হলে সেক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাবে।

১৬.৪ গঠনতন্ত্রের যেকোনো সংশোধনী করতে হলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এর অনুমোদন নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৭: সদস্যপদ বাতিল

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য পূর্ব যোগাযোগ বা অনুমতি ব্যতীত যদি পর পর ৩(তিন)টি কার্যকরী সভায় অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে তার সদস্যপদ বাতিল করে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করা যাবে। তবে তৃতীয় সভায় অনুপস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবহিত করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ-১৮: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

এসোসিয়েশনের কোনো সদস্য যদি তহবিল তছরুপ করেন বা ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হন বা এসোসিয়েশনের স্বার্থবিরোধী কিংবা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হন, সেক্ষেত্রে তিনি সদস্যপদ হারাবেন। এমনকি প্রয়োজনে (যদি কার্যকরী পরিষদ মনে করে) তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থাও এসোসিয়েশন গ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-১৯: শূন্যপদ পূরণ

পদত্যাগ, মৃত্যু, দেশত্যাগ বা আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্তির কারণে যদি যথাক্রমে সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়, সেক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে সে পদ পূরণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-২০: সভার বিজ্ঞপ্তি

ক) সুনির্দিষ্টভাবে অন্তত ত্রিশ (৩০) দিন পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

খ) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

গ) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে পাঁচ (৫) দিন পূর্বে উপ-পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

ঘ) সকল পরিষদ ও উপ-পরিষদের জরুরি সভার বিজ্ঞপ্তি এক (১) দিন বা ২৪ ঘন্টা পূর্বে জারি করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২১: সভার কোরাম

ক) সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদ/উপ-পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি সভার 'কোরাম' বলে বিবেচিত হবে।

খ) বর্ধিত সভা এবং মুলতবি সভার কোনো কোরামের প্রয়োজন নেই।

গ) যেকোনো জরুরি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন নেই।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরি সভার কোরামের প্রয়োজন হবে না এবং একটির বেশি আলোচ্যসূচি থাকবে না।

অনুচ্ছেদ-২২: তত্ত্বাবধায়ক কমিটি

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে বিদ্যমান কর্যনির্বাহী কমিটি অবলুপ্ত করে অনধিক ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি তত্ত্বাবধায়ক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে। এ কমিটির কোনো সদস্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ-২৩: এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ ইয়োগো এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে।

অনুচ্ছেদ-২৪: গঠনতন্ত্র সংশোধন ও নির্দেশ

ক) বাংলাদেশ ইয়োগো এসোসিয়েশন সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে এই গঠনতন্ত্র এবং এর যেকোনো ধারা/ উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন ও বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

খ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এসোসিয়েশনকে ইয়োগা অনুশীলনের স্বার্থে যেকোনো নির্দেশ প্রদান করতে পারবে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অবশ্যপালনীয়।

অনুচ্ছেদ-২৫: যোগ অনুশীলনকারীদের নিবন্ধন ও কল্যাণ তহবিল

২৫.১ ইয়োগা অনুশীলনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের এসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট ধারা/উপধারা অনুযায়ী যথাযথ নিয়মে নিবন্ধন করতে হবে।

২৫.২ এসোসিয়েশন চ্যারিটি/প্রদর্শনীর আয়োজন করে/পৃষ্ঠপোষকতা হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কল্যাণ তহবিল গঠন করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-২৬: রেফারি ও কোচেস নিবন্ধন এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ

২৬.১ বাংলাদেশ ইয়োগো এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃতকার্য রেফারি ও কোচবৃন্দ এসোসিয়েশনের বিধি/উপবিধি অনুযায়ী যথাযথ নিয়েমে নিবন্ধিত হতে হবে।

২৬.২ এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংগঠন সমূহের প্রচেষ্টায় এসোসিয়েশনের নিবন্ধিত রেফারি ও কোচরা দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/ফেডারেশন/ পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ-২৭: গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নি এমন কোনো বিষয় এবং এই গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা/উপধারা সম্পর্কে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে।

-:সমাপ্ত:-

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
web:www.nsc.gov.bd, e-mail;info@nsc.gov.bd

নং-এনএসসি/১২০/৫২/জেন/৯৭৭ তারিখ ঃ.....০৫.২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুমোদন।
সূত্র ঃ তাঁর আধা-সরকারি পত্র নং-৪২.০০.০০০০.০৩৪.১৮.০২৮.১২-১০৭; তারিখ ঃ ০৩ জুন ২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের বরাতে প্রাপ্ত বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের এর গঠনতন্ত্র নিম্নোক্তভাবে সংশোধনপূর্বক অনুমোদন করা হলো ঃ

ক্রঃ	বিদ্যমান	সংশোধিত
১.	ধারা	অনুচ্ছেদ
২.	ধারা-১১ঃ নির্বাহী পরিষদ গঠন। ১১.১ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে ঃ সভাপতি ঃ ০১(এক) (সরকার কর্তৃক মনোনীত) সহ-সভাপতি ঃ ০৪ (চার) জন সাধারণ সম্পাদক ঃ ০১ (এক) জন যুগ্ম সম্পাদক ঃ ০২ (দুই) জন কোষাধ্যক্ষ ঃ ০১ (এক) জন সহ-কোষাধ্যক্ষ ঃ ০১ (এক) জন সদস্য ঃ ১৯ (উনিশ) জন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত সদস্য ঃ ০২ (দুই) জন	অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নির্বাহী পরিষদ গঠন। ১১.১ বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবেঃ সভাপতি ঃ ০১(এক) (সরকার কর্তৃক মনোনীত/ নির্বাচিত) সহ-সভাপতি ঃ ০৪ (চার) জন - নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ঃ ০১ (এক) জন - নির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক ঃ ০২ (দুই) জন - নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ ঃ ০১ (এক) জন - নির্বাচিত সদস্য ঃ ১৬ (ষোল) জন - নির্বাচিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্য ঃ ০২ (দুই) জন
	৩১ (একত্রিশ) জন	২৭ (সাতাশ) জন

০২। এমতাবস্থায়, সংশোধিত গঠনতন্ত্র নিজ উদোগে/বি.জি প্রেস কর্তৃক মুদ্রণপূর্বক মুদ্রিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৬.৫.২০১৯

(মোঃ মাসুদ করিম)
(যুগ্মসচিব)
সচিব
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
ফোন ঃ ৯৫৬২৩২২
ই-মেইলঃ secretary@nsc.gov.bd

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন
মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, ঢাকা।